# রেনেসাঁস ও মনোজগতের পরিবর্তন

আধুনিক ইউরোপের উদ্ভবের ক্ষেত্রে রেনেসাঁস তথা পুর্নজাগরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফরাসি উচ্চারণে ব্যবহৃত রেনেসাঁস (Renaissance) শব্দটির অর্থ হচ্ছে পুনর্জাগরণ। এতে স্বাধীন, সাহসী ও অনুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তির মানুষের পুর্নজন্মকেই বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলায় উজ্জীবিত মানুষের আগমনকেই রেনেসাঁসের সাধকগণ কামনা করেছিলেন। কারণ, মধ্যযুগে গির্জা ও ধর্মযাজকদের বাড়াবাড়ির ফলে জ্ঞানজগতের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাই মনীষীরা তাদের লেখনী ও শিল্পকর্মে মনষত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে এবং মানুষের স্বাধীন বিকাশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে রেনেসাঁসের বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। যে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রভাবের ক্ষেত্রে রেনেসাঁসের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যময় বিষয়। বর্তমান ইউনিটে ইউরোপে রেনেসাঁসের উদ্ভব ও বিকাশের পটভূমি এবং স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে।

**এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -**

পাঠ - ১

# রেনেসাঁসের সংজ্ঞা

**এই পাঠ শেষে আপনি জানাতে পারবেন -**

- রেনেসাঁসের সংজ্ঞা;
- রেনেসাঁস সম্পর্কে প্রচলিত এবং আধুনিক মত;
- রেনেসাঁসের প্রকৃত স্বরূপ।

পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানুষের জীবন জিজ্ঞাসায় যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে, এটাকে সাধারণভাবে ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলা হয়ে থাকে। এই বিশাল পরিবর্তন পঞ্চদশ শতকে শুরু হয়েছিল বলে পঞ্চদশ শতককে নবজাগরণের শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। নবজাগরণ ইতালিতে শুরু হয়েছিল বলে ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক এটিকে ইতালির রেনেসাঁস হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। ইতালিতে কিম্বা ইউরোপে হলেও এই রেনেসাঁস সমগ্র মানব সমাজের আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল।

## রেনেসাঁসের সংজ্ঞা

রেনাইসান্স (Renaissance) শব্দটির অভিধানিক অর্থ হলো পুনর্জন্ম। মানব সভ্যতার ইতিহাস অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে আগামীর পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি আর অর্থনীতি ইতিহাসের কালের পরিসীমায় আবদ্ধ। ইতিহাসে কোনো ঘটনারই পুনরাবৃত্তি একই ভাবে কিম্বা একই পন্থায় কিম্বা ধারায় ঘটে না। রেনেসাঁস মূলত একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া। এই রেনেসাঁসের ভেতর দিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উত্থান ঘটেছে, একই সঙ্গে অবসান ঘটে মধ্যযুগের। সে কারণেই রেনেসাঁসকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না; এর ভিতরগত এবং বাহ্যিক মর্ম অত্যন্ত ব্যাপক।

প্রচলিত অর্থে রেনেসাঁসের বলতে বুঝায় প্রাচীন যুগের গ্রেকো- রোমান সংস্কৃতির পুনরুত্থান তথা প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাস্কর্যকলা প্রভৃতি অধ্যয়ন করে সত্য সুন্দরকে গ্রহণ করা, এর ভিত্তিতে জীবনকে পরিচালনা করা। তবে সংজ্ঞাটির প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো শুধুমাত্র প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং প্রয়োগ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সহায়ক হলেও সামগ্রিক সমাজ বদলের প্রধান কারণ হতে পারে না।

রেনেসাঁসের প্রচলিত সংজ্ঞার প্রায় বিপরীতে আধুনিক সংজ্ঞাটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মধ্যযুগের সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর স্থবিরতার অবসান ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন উৎপাদন সম্পর্ক এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্মেষ ও বিকাশের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সমাজ জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে-এটাই রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। উক্ত নব জীবনের আলোকে ইউরোপের মানুষ তাদের অতীত ঐতিহ্য তথা গ্রিক ও রোমান যুগের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি পাঠে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে জীবন ও জগতকে যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ

হবে। আর এভাবেই শুরু হয় ইউরোপের ইতিহাসে এক নতুন পর্ব। পর্বটির উত্তরণ ঘটেছিল সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা-সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতিসহ রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপের রেনেসাঁসকে প্রকৃত অর্থেই ইউরোপের ইতিহাসে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার এক অবস্থান থেকে গুণগতভাবে অন্য এক উত্তরণশীল পর্ব হিসেবে অভিহিত করা যায়। এই উত্তরণ সমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

## (ক) মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ

ইউরোপের রেনেসাঁস হলো মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ। এই উত্তরণের মধ্য দিয়ে একদিকে মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য সমূহের পরিসমাপ্তি ঘটে, অপরদিকে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা, ধর্মান্ধতা, কূপমন্ডুকতা, রক্ষণশীলতা, স্বৈর-মানসিকতা ইত্যাদি মধ্যযুগের স্থবির অবস্থা থেকে বিবেক, যুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, উদারতা তথা এক কথায় গতিশীল ধারায় প্রবাহিত হয়। পুরনো সংস্কার ছিন্ন হয়ে যায়, নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা-চেতনার আলোকে জীবন হয়ে উঠে গতিময়। কোন প্রকার আবদ্ধতা নয়, প্রাণ চাঞ্চল্য হয়ে দাঁড়ায় জীবনের ধর্ম। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মূলে ছিল রেনেসাঁস।

## (খ) গোড়াঁমীপূর্ণ চিন্তা থেকে যুক্তিবাদে উত্তরণ

রেনেসাঁস বা নবজাগরণের মূল মন্ত্রটিই হলো যুক্তিবাদ। মধ্যযুগের মানুষের মন ও চেতনা আবর্তিত হচ্ছিল বাইবেলকে ঘিরে। বাইবেলে নেই এমন কোনো বিষয় সমাজে গৃহীত হতো না। অন্ধত্ব আর গোঁড়ামী ছিল মধ্যযুগীয় চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁস মানুষের চিন্তা চেতনাকে প্রচলিত গোঁড়ামীপূর্ণ অবস্থান থেকে যুক্তিবাদে উত্তরণ ঘটায়। যুক্তিবাদের মূল কথা যেকোনো বিষয়কে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা এবং বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করা। এই অনুসন্ধিৎসা ও যুক্তিবাদ মানুষের চিন্তা, চেতনা ও মননলোকে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করার মাধ্যমে আধুনিক, অগ্রসর চিন্তাশীল তৈরিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে।

## (গ) ইউরোপীয় সাম্রাজ্য থেকে জাতীয় রাষ্ট্রে উত্তরণ

মধ্যযুগে ইউরোপে রাষ্ট্র বলতে ছিল পবিত্র রোমান  সাম্রাজ্য। রাজতন্ত্র এবং পোপতন্ত্র- এই দুই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। মধ্যযুগের হাজার বছর এই সাম্রাজ্যের প্রতি বা শাসক সমাজের প্রতি মানুষের আস্থা অটুট ছিল বলা যায়। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পটভূমিতে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক রাজা এবং জমিদারগণ ক্রামে স্বাধীন হয়ে উঠতে শুরু করে। এইভাবে ইউরোপের ইতিহাসে সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন এবং জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের জাতীয় রাষ্ট্র আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তার ধারণাকে অগ্রসর করে নিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। প্রক্রিয়া শুরু হয়।

### (ঘ) সামন্তবাদ থেকে বণিজ্যবাদে উত্তরণ

মধ্যযুগে ইউরোপের অর্থনীতি এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি সামন্তবাদী অর্থনীতি কেন্দ্রিক। এই ব্যবস্থায় সকলের উপরে ছিল রাজার অবস্থান। রাজার অধস্তন ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদার। এই জমিদার শ্রেণীই ছিল জমির মালিক। তাদের প্রদত্ত করের অর্থে সাম্রাজ্যের রাজ ও সম্রাটদের পরিবারও সামগ্রিক প্রশাসন পরিচালিত হতো। সমাজের সর্বশেষ স্তরে ছিল সার্ফ বা ভূমিদাস। ভূমিদাস শ্রেণী ছিল উৎপাদনকারী। সামন্তবাদী ব্যবস্থায় এরা ছিল পরাধীন। সুপ্রাচীনকালে ইউরোপের সাথে এশিয়ার বাণিজ্য পরিচালিত হতো আরব সাগর ও ভূমধ্যসাগরের পথে। ইউরোপের পণ্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো দক্ষিণ ইউরোপের তথা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকেরা। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে সামন্তবাদ দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করলে এই সকল বণিকা অনেকটা স্বাধীনভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে দক্ষিণ ইতালীকে কেন্দ্র করে একটি স্বাধীন বাণিজ্যিক অর্থনীতির জন্ম নিতে। বাণিজ্যের প্রয়োজনে উন্মেষ ঘটতে থাকে ছোট ছোট কারখানার। এই পযায়টিকে ইতিহাসে প্রাথমিক পুঁজি-সঞ্চয়নের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এইভাবে রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপে সামন্তবাদের স্থলে বাণিজ্যবাদে উদ্ভব ঘটে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**রচনামূলক প্রশ্ন**

১. রেনেসাঁস বলতে কি বুঝায়?
২. ইউরোপ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে কীভাবে উত্তরণ ঘটে?
৩. সামন্তবাদের অবসান ও বাণিজ্যবাদের বিকাশ কিভাবে শুরু হয়?

## পাঠ - ২

# রেনেসাঁসের আদিপর্ব

**এই অধ্যায় পড়ে আপনি জানতে পারবেন -**

- রেনেসাঁসের আদি পর্বের সীমারেখা;
- রেনেসাঁর কারণসমূহ;
- ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মানবতাবাদী লেখক ও শিল্পীদের অবদান;
- ইতালিতে রেনেসাঁস শুরু হওয়ার কারণসমূহ।

পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ শুধু ইউরোপের ইতিহাসেই নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি দিক পরিবর্তনকারী অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত। আধুনিক সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্যকলা, সঙ্গীত, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বোপরি মানুষের মনন ও মেধা চর্চার অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল এই রেনেসাঁস থেকে। তাই ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, নৃতত্ত্ববিদ প্রমুখেরা এই রেনেসাঁসকে আধুনিক সভ্যতার উন্মেষপর্ব হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। মধ্যযুগের ইউরোপের সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তিমপর্বে এই রেনেসাঁসের সূত্রপাত ঘটে। এই রেনেসাঁস প্রথমে শুরু হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের ইতালিতে। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানি, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক সহ সমগ্র ইউরোপে। পরবর্তী পর্যায়ে ইউরোপ থেকে এই আধুনিক সভ্যতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশসমূহে। সময়ের দিক থেকে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতককে রেনেসাঁর কাল হিসেবে অভিহিত করা হয়। রেনেসাঁস প্রথম শুরু হয়েছিল ইতালিতে। তাই ইতালি পর্বের রেনেসাঁসকে রেনেসাঁসের আদি পর্ব বা রেনেসাঁসের প্রথম পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আদি পর্বের রেনেসাঁসের কারণ সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

### (ক) আরবীয় সভ্যতার প্রভাব

ইউরোপে রেনেসাঁস সৃষ্টির পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে আরবীয় সভ্যতার প্রভাবকে অভিহিত করা যায়। মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী সভ্যতা হলো আরবীয় সভ্যতা। হজরত মোহাম্মদের (সঃ) আগমনের ভেতর দিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে অন্ধকারে নিমজ্জিত আরব জনগোষ্ঠী জেগে উঠে। ইসলামের মহান সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা, অধিকার, জ্ঞান সাধনা, মানবতাবোধ, ধৈর্য ও সাহসকে ধারণ করে অল্প সময়ের মধ্যে আরবরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হজরত মোহাম্মদদের (সঃ) পরলোকগমনের শতাব্দীকালের মধ্যেই আরবরা সমগ্র পশ্চিম এশিয়া অঞ্চল, মধ্য এশিয়া, ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের স্পেন দখল করে। এই বিজয়ের পাশাপাশি জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতেও আরবদের অসাধারণ সাফল্য সমগ্র বিশ্বকে অবাক করে দেয়। আব্বাসীয় শাসনামলে শুরু হয় আরবদের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ। বিশেষত সাহিত্য, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের মৌলিক শাখায় আরবদের অবদান ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেড অভিযানের

সময় ইউরোপীয়রা আবরবদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্সে আসে। আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপবাসীকে জাগ্রত করতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এইভাবে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইউরোপের রেনেসাঁস সৃষ্টিতে পালন করে এক ইতিবাচক ভূমিকা।

## (খ) জীবন ও জগতের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইউরোপের মানুষের জীবন ও জগতের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মীয় শাসন ও শোষণের ফলে মানুষের চিন্তার কোনো প্রকার স্বাধীনতা ছিল না। চর্তুদশ শতক থেকে সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়ে আসার পটভূমিতে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। এই সময় থেকে পোপতন্ত্রের প্রভাব এবং ধর্মীয় অনুশাসন সমাজ জীবনে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হতে থাকে। অজানাকে জানার এবং অচেনাকে চেনার জন্য মানুষের মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগ্রত হয়। মানুষ যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে দেশ ও সমাজকে বিচার করতে শুরু করে। ইতিহাসের এই প্রক্রিয়া ইউরোপে নবজাগরণে এক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

## (গ) নতুন সাহিত্যের বিকাশ

পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের রেনেসাঁস সৃষ্টিতে নতুন সাহিত্যের বিকাশ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ফরাসি দেশের চারণ কবিগণ। তারা রাজা আর্থার, শার্লামেন, হোলি গ্রেল প্রমুখদের উপর গীতি রচনা করে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলন করেন। স্পেনের কবিরা এক ধরনের লোকজ ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবিতা রচনা শুরু করে। এই ধরনের কবিতাকে বলা হতো সিড। ইতালির কবি দান্তে তার রচিত 'ডিভাইন এন্ড কমেডি' নামক গ্রন্থে ইতালির কথ্য ভাষাকে সাহিত্য রচনার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংল্যান্ডে চ্যসার 'কেন্টারবেরি টেলস' গ্রন্থে রোমান ও স্যাকসন ভাষার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক ইংরেজি ভাষার প্রকৃত রূপদান করেন। এই ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ইউরোপের রেনেসাঁসকে নতুন গতি দান করেছিল।

## (ঘ) ইতালির শহরগুলির অবদান

ইতালি তথা ইউরোপে রেনেসাঁ সৃষ্টিতে ইতালীর শহরগুলির অবদান অবশ্যই স্মরণীয়। ইতালির দক্ষিণ অঞ্চল ভূমধ্যসাগরীয় তীরবর্তী অঞ্চলে এই শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। এই শহর গুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল বাণিজ্য। বাণিজ্যের প্রয়োজনে এই শহরগুলিতে গড়ে উঠে ছোট ছোট কারখানা। ইউরোপের সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রভাব সাগর তীরবর্তী এই শহরগুলিতে খুবই দুর্বল ছিল। ফলে এই শহরগুলিতে স্বাধীন চিন্তা - চেতনা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং নাগরিক আদর্শ সৃষ্টির এক অনুকূল পরিবেশ ছিল বিরাজমান। উপরন্তু মানুষের ত্মনির্ভরশীল হওয়ার মত সুযোগ এখানে বর্তমান ছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন ও মানসিকতায় উদারনৈতিক ভাবনা, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, সাহিত্য, শিল্পকলার প্রতি গভীর আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি শহর ইউরোপে রেনেসাঁস সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

### (ঙ) মানবতাবাদী লেখকদের অবদান

ইউরোপে রেনেসাঁসের পেছনে মানবতাবাদী পন্ডিতদের অবদান অপরিসীম। জ্ঞানের সাধক এই সকল পন্ডিতেরা মানুষের সামগ্রিক কল্যানের জন্য, মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন কাজ করে গেছেন। অতীত যুগের ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি অধ্যয়ন করে অর্জিত জ্ঞান সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করা ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। জ্ঞান জগতে তাদের বিচরণ ছিল খ্রিস্টান ধর্মভিত্তিক চিন্তা ভাবনার বাইরে প্রধানত গ্রিক ও রোমান শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও এবং দর্শনে। চিন্তা ও মননে এই সকল পন্ডিত ছিলেন উদারনৈতিক, সহনশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। তাদের একটি প্রধান কাজ ছিল প্রাচীন পান্ডুলিপি সংগ্রহ ও প্রচার করা। মানবতাবাদী পন্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রেত্রার্ক এবং বোক্কাচো।

### (১) ফ্রান্সিস পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪)

ইতালির মানবতাবাদী পন্ডিতদের মাঝে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন ফ্রান্সিস পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪)। তাঁর ছোটবেলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো তথ্য জানা যায় না। তিনি অনেক পরিশ্রম করে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগের প্রায় দুইশত পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। বিশেষত তাঁর সংগৃহীত প্লেটোর গ্রন্থাবলী এবং হোমারের মহাকাব্য তরুণ সমাজকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে। ইতালির শত শত তরুণ প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষা ছেড়ে দিয়ে পেত্রার্কের শীষ্যত্ব গ্রহণ করে। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানে এক প্রবল যুক্তিবাদের ধারার সৃষ্টি হয়। প্রেত্রার্কের জ্ঞান সাধনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি তরুণদের মনে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তিনি সনেট নামক চৌদ্দ লাইনের কবিতারও জনক। এই কবিতার ধারা পরবর্তীকালে পৃথিবীর সব সাহিত্যের কবিদের কমবেশি প্রভাবিত করেছে।

### (২) বোক্কাচো (১৩১৩-১৩৭৫)

এই সময়ের একজন অন্যতম মানবতাবাদী লেখক হলেন গিওভান্নি বোক্কাচো (১৩১৩-১৩৭৫)। তিনি ইতালির গদ্য সাহিত্যের জনক। তাঁর লিখিত 'ডেকামেরেন' গ্রন্থ ইতালির গদ্য সাহিত্যের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তিনি গ্রিক ভাষা শিক্ষা করেন এবং মহাকবি হোমারের দুটি মহাকাব্য 'ইলিয়ড' ও 'ওড়েসা' লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। বোক্কাচোর আরেকটি কৃতিত্ব হলো গ্রিক ও রোমান যুগের প্রাচীন পান্ডুলিপি সংগ্রহ এবং এগুলির কপি প্রস্তুত করে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা। মানুষের কর্মকান্ডের ওপর গভীরভাবে আস্থাশীল, মানুষের অমিত সম্ভাবনা শক্তিতে বিশ্বাসী বোক্কাচোর লেখনী ও চিন্তাধারা ইতালির তরুণদেরকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল।

### (চ) মানবতাবাদী শিল্পীদের অবদান

পঞ্চদশ শতকের মানবতাবাদী শিল্পীরা রেনেসাঁসের সৃষ্টি এবং বিকাশে এক অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছিল। মধ্যযুগের শিল্পকলার বিষয়বস্তু ছিল ঈশ্বর এবং যিশু। মানবতাবাদী শিল্পীদের শিল্পকার্যের বিষয়বস্তু ছিল মানুষ ও পৃথিবীতে মানুষের জীবন। পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ কষ্ট আনন্দ বেদনা প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই সকল শিল্পী শিল্পকলার ইতিহাসে এক

বিপ্লব সাধন করেন। এই সকল শিল্পীর কর্মতৎপরতার ফলে শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় মানুষ ও প্রকৃতি। মানবতাবাদী শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন- লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক, কবি এবং সঙ্গীতবিশারদ। তবে শিল্পী হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। শিল্পকলার দুটি শাখা- ভাস্কর্যকলা এবং চিত্রকলায় তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন। তাঁর 'মোনালিসা' এবং ইতালির মিলান গির্জার দেয়ালে অঙ্কিত 'শেষ ভোজ' ছবি দুটি সারা পৃথিবীর চিত্র শিল্পীদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। অন্য বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন র‍্যাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০), মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪), টিশিয়ান (১৪৭৭-১৪৭৬) প্রমুখ। র‍্যাফায়েলের 'কুমারি' চিত্র এবং মাইকেল এঞ্জেলোর 'শেষ বিচার' সারা পৃথিবীর শিল্প ভান্ডারের অমূল্য সম্পদ। এই সকল শিল্পীদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টায় শিল্পের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় জীবন ও জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। তাঁদের কর্ম, চিন্তা এবং দর্শন আধুনিক শিল্পকলার ভিত্তি তৈরি করে।

### (ছ) কন্সটান্টিনোপলের পতন ঃ ১৪৫৩

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় কিম্বা ইতালিয় রেনেসাঁসের একটি প্রধান কারণ হলো পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলের পতন। ১৪৫৩ সালে উসমানীয় তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ এই শহরটি দখল করলে এখানকার পন্ডিতেরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ইতালিতে পাড়ি জমায়। এই সকল পন্ডিতেরা ইতালির বিভিন্ন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা পেশায় যোগদান করে। মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কন্সটান্টিনোপলের পন্ডিতেরা ঐতিহ্যগতভাবেই গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক ছিলেন। ইতালিতে তাদের আগমনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগের সাহিত্য, দর্শন, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। তাদের প্রচেষ্টায় প্রাচীন জ্ঞানের সাথে বিদ্যমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা - চেতনা এবং মনন সাধনার ধারায় এক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়ে মহা আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পরিণামে শুরু হয় রেনেসাঁস বা নবজাগরণ।

### (জ) মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কার

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের একটি কার্যকর কারণ হলো মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার। জার্মান দেশের অধিবাসী জন গুটেন বার্গ (১৪০০-১৩৬৮) ১৪৫০ সালের দিকে সিসার টাইপ আবিস্কার করেন। গুটেনবার্গের মুদ্রা যন্ত্র দ্বারা ১৪৫৪-৫৬ সালে প্রথম বাইবেল মুদ্রিত হয়। এই ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল ছাপা হওয়ার পূর্বে বই এবং ধর্মগ্রন্থ হাতে লিখে প্রতিলিপি প্রস্তুত করে প্রচার করা হতো। এই জন্য বিশেষতঃ জনসাধারণের মাঝে বাইবেলের কোনো প্রচলন ছিল না। গুটেনবার্গের আবিষ্কারের ফলে বাইবেল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এটা তৎকালীন সমাজ জীবনে এক যুগান্তর ঘটিয়ে দেয়।

### (ঝ) প্রাচীন পান্ডুলিপি উদ্ধার ও সংরক্ষণ

প্রাচীন পান্ডুলিপি আবিষ্কার, উদ্ধার এবং সংরক্ষণ ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে প্রাচীন পান্ডুলিপি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। এই কাজটি ছিল পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং আর্থিক দিক ব্যয়বহুল। যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই

পান্ডুলিপি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের বিষয়টি সফল হয়েছিল এরা হলেন পোপ পঞ্চম নিকোলাস (১৪৪৭-১৪৫৫), পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস (১৫০৩-১৩) এবং পোপ দশম লিও (১৫১৩-১৫২১)। তাদের প্রচেষ্টা ও আর্থিক সাহায্যে রোমে বেশ কয়েকটি প্রন্থাগার নির্মিত হয়েছিল। লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত এই সকল প্রাচীন পান্ডুলিপি রোমকে এক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। এর ফলে বেগবান হয়েছিল রেনেসাঁসের গতি।

## (ঞ) ইতালিতে রেনেসাঁস শুরু হওয়ার কারণ

একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে ইতালীয় রেনেসাঁসকে রেনেসাঁসের আদি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই রেনেসাঁস ইতালিতে শুরু হওয়ার কয়েকটি কারণ বিদ্যমান ছিল। প্রথমত, ইতালির ভৌগোলিক অবস্থান। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশ হওয়ার কারণে মধ্যযুগে ইতালি ব্যবসা-বাণিজ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। উপরন্তু সাগর তীরবর্তী অবস্থানের কারণে ইউরোপের মূল ভূখন্ডের সামন্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ইতালিকে ততটা প্রভাবিত করেনি। ফলে রেনেসাঁস সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি এখানে বিরাজমান ছিল।

দ্বিতীয়ত, ইতালীয়রা বরাবরই প্রাচীন গ্রিক ও রোমান যুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক বাহক ছিলেন। এই প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য তাদেরকে নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তৃতীয়ত ইতালির ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। এই জন্য দেখা যায় যে প্রাচীন পান্ডুলিপি সংগ্রহে পোপগণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন। এটাও ইতালিতে রেনেসাঁস শুরুর অন্যতম কারণ। চতুর্থত ইতালি ছিল বিভিন্ন জাতির মিলন ক্ষেত্র। এখানে ফ্রাঙ্ক, জার্মান, নর্মান, গথ প্রভৃতি জাতি বসবাস করতো। এই বহু জাতির সহাবস্থানের ফলে এখানকার সামাজিক জীবনে সহমর্মিতা বিরাজ করতো। এই জন্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পন্ডিতেরা এখানে আগমন করেছিলেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। স্পেনের কবিরা রচনা করেন -
(ক) প্রেমের কবিতা (খ) রাজনৈতিক কবিতা
(গ) লোকজ ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবিতা (ঘ) আধুনিক কবিতা।

২। ফ্লোরেন্স শহরটি অবস্থিত -
(ক) দক্ষিণ ইতালিতে (খ) উত্তর ইতালিতে
(গ) দক্ষিণ ফ্রান্সে (ঘ) উত্তর ফ্রান্সে

৩। ডেকামেরেন রচনা করেন -
(ক) পেত্রার্ক (খ) বোক্কাচো
(গ) হোমার (ঘ) সেক্সপিয়র

৪। মোনালিসা ছবির শিল্পী কে?
(ক) লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি (খ) টিশিয়ান
(গ) র‍্যাফায়েল (ঘ) মাইকেল এঞ্জেলো

৫। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারক -
(ক) গুটেনবার্গ (খ) আর্থার
(গ) জুলিয়ট (ঘ) দশম লিও।

**উত্তর :** ১। (গ) ২। (খ), ৩। (খ), ৪। (ক), ৫। (ক)।

### (খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইউরোপে রেনেসাঁস সৃষ্টিতে মানবতাবাদী লেখকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করুন
২। রেনেসাঁস যুগের শিল্পীদের কর্মকান্ডের বিবরণ প্রদান করুন
৩। ইতালীতে রেনেসাঁস শুরু হয়েছিল কেন?

### (গ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। রেনেসাঁসের আদি পর্ব বলতে কি বুঝায়?
২। কন্সটান্টিনোপলের পতন হয় কখন ?
৩। গুটেনবার্গ কে?

## ইউরোপের অন্যান্য দেশে রেনেসাঁস

**এই পাঠ শেষে আপনি -**

- ইতালিতে যে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিলো তা কীভাবে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইতালীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য দেশের রেনেসাঁসের কী পার্থক্য তা জানতে পারবেন।
- ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানবতাবাদী লেখকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রেনেসাঁস চিন্তাবিদরা কি করে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের পথকে সুগম করে দিয়েছে সে ব্যাপারে অবহিত হতে পারবেন।

ইতালিতে রেনেসাঁস শুরু হয়। কালক্রমে আল্‌পস পর্বত অতিক্রম করে এর প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে এবং স্থানীয় শিল্প, সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়। সে জন্য এই সব রেনেসাঁস ফরাসি রেনেসাঁস, ইংরেজ রেনেসাঁস, জার্মান রেনেসাঁস ইত্যাদি নামে পরিচিত।

### ইতালির বাইরে রেনেসাঁসের বিস্তৃতির কারণ

ইতালিতে যে রেনেসাঁসের জন্ম হয় তা পঞ্চদশ শতাব্দীর পর ইউরোপের অন্য সব দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পুরো পঞ্চদশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপের বিভিন্ন এলাকার ছাত্ররা ইতালিতে পড়তে আসতো এবং ইতালির বলগোনা অথবা পাদুয়ার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। ইতালি থেকে আলপস পর্বত অতিক্রম করে কালেভদ্রে দু'চারজন ইতালীয় লেখক অথবা চিত্রশিল্পী ইউরোপের অন্য দেশে যেতেন। এই ভাবে যোগাযোগের ফলে ভাবের আদান -প্রদান ও নতুন চিন্তা-চেতনা বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু ১৫০০ সালের পরই অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতেই উত্তর ইউরোপে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠে। কারণ এর মধ্যে ঐ অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা দেয়। ১৪৯৪ সালের পরে জ্ঞানের আদান-প্রদান আরো ব্যাপকতর হয়। কারণ ঐ সময় ইতালির মাটিতে ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলছিলো। ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষ ইতালিয়ানদের কার্যক্রম সচক্ষে দেখার সুযোগ পায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন স্পেনীয় রাজার সৈন্যরা শুধু স্পেন থেকেই আসে নি তারা জার্মানি, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং বেলজিয়াম থেকেও এসেছিলো। অপরদিকে লিওনার্ডোর মতো ইতালীয় চিন্তাবিদেরা উত্তর ইউরোপের রাজা বা অভিজাতদের সৈন্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলো। এইভাবে ইতালীয় রেনেসাঁস এক সময় ইতালিতে দুর্বল হয়ে এলেও একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রমান্বয়ে জোরদার হয়ে উঠে।

## ইউরোপের অন্যান্য দেশে রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য

ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিকশিত রেনেসাঁস ইতালির মত কোনোভাবেই একরকম এবং একই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল না। ইতালিতে রেনেসাঁস গড়ে উঠেছিলো ধর্মকে অস্বীকার করে, কিন্তু ইতালির বাইরে বিকশিত রেনেসাঁস ছিল ধর্ম কেন্দ্রিক। এর বড় কারণ হলো মধ্যযুগ থেকে ইতালি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন করে আসছিলো। মধ্যযুগের শেষ দিকে ইতালির প্রাণবন্ত নগর জীবনে এক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিকশিত হয়। এর প্রভাবের সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য চর্চা মিলিত হয়ে জন্ম হয়েছিলো নতুন এবং ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার। ইউরোপের অপরাপর এলাকাগুলো ইতালির চেয়ে বাণিজ্য এবং শহর ভিত্তিক অর্থনীতির দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে ছিলো। ফ্লোরেন্স, ভেনিস এবং মিলান যে ভাবে চর্তুপাশের গ্রামাঞ্চলকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করত ইউরোপের কোনো শহর সেভাবে তা করতে পারতো না। এসব অঞ্চলে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হচ্ছিল এমন সব রাজাদের হাতে যারা স্বেচ্ছায় যাজকদের শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য মেনে নিচ্ছিল। ফলে ইউরোপের উত্তরাংশের দেশগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত ধর্মশিক্ষায় বিশেষায়িত হয়ে উঠে। গির্জাগুলোই ছিল এসব দেশের প্রধান ইমারত।

সহজভাবে বলতে গেলে এসব অঞ্চলে রেনেসাঁস ছিল স্থানীয় ঐতিহ্যের ওপর ইতালীয় রেনেসাঁসের কিছু বৈশিষ্টের সংযোজন। উত্তর-ইউরোপের দেশগুলোতে রেনেসাঁস বলতে যে আন্দোলন গড়ে উঠে তা ছিল আসলে খ্রিস্টান মানবতাবাদ বা খ্রিস্টান হিউম্যানিজম। ইতালীয় মানবতাবাদীদের মতো তাঁরাও বিশ্বাস করতেন যে, মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদ যুক্তিবিদ্যার চুলচেরা বিশ্লেষণে এমন ভাবে বন্দি হয়ে গেছে যে এর কোনো বাস্তব প্রায়োগিক মূল্য এখন আর নেই। কিন্তু ইতালীয় রেনেসাঁস পন্ডিতেরা যা করলেন তা উত্তর-ইউরোপীয়রা করলেন না, অর্থাৎ ইউরোপীয়রা বাইবেল, ধর্মীয় অনুশাসন, নীতিবাক্য ইত্যাদিকে বাস্তব জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে নিলেন। ইতালীয় সমসাময়িকদের মতো তাঁরাও জ্ঞানের জন্য প্রাচীন যুগের দিকে তাকালেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল খ্রিস্টান ঐতিহ্যের দিকে, গ্রিক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলার দিকে নয়। ইতালির বাইরের ইউরোপের দেশগুলোতে শিল্পীরা ইতালীয় শিল্পীদের মতো মধ্যযুগীয় গোথিক শিল্প ধারাকে বর্জন করেন এবং এর পরিবর্তে প্রাচীন কলাকৌশল কীভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য চেষ্টা করলেন। তারপরও এ শিল্পীরা ইতালীয় শিল্পীদের তুলনায় প্রাচীন বিষয়বস্তু তাদের শিল্পের উপজীব্য হিসেবে খুব কমই ব্যবহার করেছেন। খ্রিস্টান মূল্যবোধের প্রতি ঐতিহ্যগত ভাবে বেশি দায়বদ্ধ থাকার কারণে তারা কখনো নগ্ন ছবি আঁকতে সাহস করেন নি।

## ইংল্যান্ডে রেনেসাঁস

ইংল্যান্ডে রেনেসাঁস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পন্ডিতের কাছে এর শুরুর জন্য ঋণী। জন কলেট (১৪৬৭-১৫১৯) একজন বিখ্যাত ইংরেজ মানবতাবাদী। তিনি বাইবেলের আক্ষরিক অর্থের ওপর অক্সফোর্ডে বক্তৃতা দিতেন। মানবতার ধারায় তিনি লন্ডনের সেন্ট পল গির্জার সঙ্গে লাগানো বিখ্যাত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানকার পাঠ্যসূচিতে তিনি ল্যাটিন ও গ্রিক

ভাষা সংযোজন করেছিলেন। কলেটের নতুন চিন্তার আদর্শে অক্সফোর্ড সংস্কারক নামে একটি দল গঠিত হয়। রাজা অষ্টম হেনরি কলেট ও তাঁর সহযোগীদের শুভাকাংক্ষি ছিলেন।

ইংল্যান্ডের রেনেসাঁসে যিনি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন স্যার থমাস ম্যুর (১৪৭৮-১৫৩৫)। একজন সফল আইনজ্ঞ হওয়ার পর তিনি ইংল্যান্ডের হাউজ অব কমন্সের স্পিকার নিযুক্ত হন, পরে ১৫২৯ সালে তিনি লর্ড চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি রাজা অষ্টম হেনরির বিরাগ ভাজন হন, কেননা সর্বজনীন ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী ম্যুর রাজার নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যুর হেনরিকে ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান হিসেবে স্বীকার করে শপথ নীতি অস্বীকৃতি জানান। হেনরি ম্যুরকে জেলে পাঠান। একবছর পর তিনি সেখানে ক্যাথলিক শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর বহু আগে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি "ইউটোপিয়া" (Utopia) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাসে প্লেটোর রিপাবলিকের পর সবচাইতে সাড়া জাগানো বই হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থে ম্যুর সমসাময়িক সমাজের সমালোচনা করেন। ইউটোপিয়া (যে দেশটির অস্তিত্ব নেই) নামক রাজ্যের আমাউরোট (Amaurote) নামক একটি আদর্শ নগরীর চিত্র এঁকে লেখক দারিদ্র্য, বিনাশ্রমে লব্ধ অর্থ, অনুপযুক্ত লোকের সম্পদ আহরণ, ধর্মের নামে অত্যাচার, অর্থহীন যুদ্ধে হত্যাকান্ড ইত্যাদির মত সমসাময়িক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ম্যুরের কল্পিত ঐ আদর্শ নগরীর সবাই মিলে সকল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তারা দিনে মাত্র ছয় ঘন্টা কাজ করে, আর বাকি সময় তাদের অবসর। ঐ সময় তারা বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে ব্যয় করে এবং মানুষের স্বাভাবিক গুণ যেমন বিজ্ঞতা, পরিমিতবোধ, বীরের ন্যায় সহিষ্ণুতা এবং সুবিচারের মতো গুন অর্জনের চেষ্টা চালায়। ঐ শহরে যুদ্ধ ও মঠতন্ত্র বিনাশ করা হয়েছে, ঈশ্বর এবং আ্যার স্থায়িত্বে যারা বিশ্বাস করে এমন সবাইকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ম্যুর ইউটোপিয়ায় খ্রিস্টান ধর্মের পক্ষে কোনো যুক্তি দেন নি, কিন্তু এই বইয়ে বুঝাতে চেয়েছেন, যদি ইউটোপিয়ার লোকেরা তাদের সমাজকে খ্রিস্টাব্দে প্রত্যাদেশ ছাড়া সুন্দর ভাবে পরিচালনা করতে পারে তাহলে খ্রিস্টের বাণী প্রাপ্ত ইউরোপের লোকদের আরো ভালভাবে তা পারা উচিত।

## ফ্রান্স

ফ্রান্সের রাজা ফ্রান্সিস (১৫১৫-১৫৪৭ খ্রি.) তার রাজদরবারকে জ্ঞান ও আলোর কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। নাভারির মার্গারেট (Margaret of Navarre) নামে তার এক বোন ছিল, প্রতিভার দিক থেকে তিনি ফ্রান্সিস থেকে এগিয়ে ছিলেন। এই বুদ্ধিমতী ও আকর্ষণীয় রাণী ধর্মীয় চিন্তাধারা, প্রাচীন দর্শন  এবং ইতালির সাহিত্যে ছিলেন একজন পন্ডিত। মার্গারেটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত ফরাসি মানবতাবাদী ফ্রাকোস রেবেলেয়াস (১৪৯৪-১৫৫৩ খ্রি.)। ষোড়শ শতাব্দীর সেরা সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি বোদ্ধাদের ভালবাসা লাভ করেছিলেন। একজন সন্যাসী হিসেবে তিনি শিক্ষালাভ করলেও কিছুকাল পর তিনি ডাক্তারি শাস্ত্র পড়ার জন্য মঠ  পরিত্যাগ করেন। চিকিৎসকের পেশা পালনের সঙ্গে তিনি সাহিত্যেরও চর্চা শুরু করেন। তিনি সাধারণ পাঠকদের জন্য বর্ষপঞ্জিকা, হাতুঁড়ে ডাক্তার এবং জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে বিদ্রুপ এবং সাধারণের কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসের ওপর ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখতে থাকেন। তাঁর সবচাইতে স্থায়ী রচনা ছিল পাঁচ খন্ডবিশিষ্ট গারগানটুয়া এবং প্যানটাগ্রায়েল (Gargantua and

Pantagruel)। রেবেলেয়াস এই গ্রন্থে মধ্যযুগের "গারগানটুয়া ও প্যানটাগ্রায়েল" নামক বিশাল আকৃতির ও প্রচুর ভোজনকারী দুই দানবের অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক ব্যঙ্গ বিদ্রুপময় বর্ণনা এবং তার প্রকৃতিবাদী দর্শন উপস্থাপন করেন। তাঁর চিন্তার মিল দেখা যায় খ্রিস্টান মানবতাবাদীদের সঙ্গে। তিনি ধর্মের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহকে ব্যঙ্গ, মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদকে উপহাস, কুসংস্কারকে ঘৃণা এবং সবরকমের ধর্মান্ধতাকে বিদ্রুপ করতেন। রেবেলেয়াস সাধারণ মানুষের জন্য সহজ সরল ফরাসি ভাষায় লিখতেন। তিনি তাঁর লেখনিতে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছেন বা তাদেরকে নৈতিক জ্ঞান দান করছেন এমন ধারণা দিতেন না। বরং তিনি চেষ্টা করেছেন মানুষকে আনন্দ ও মজা দিতে। গারগানটুয়া এবং প্যান্টাগ্রায়েলেচর পাঁচখন্ডেই একইভাবে মানুষ এবং প্রকৃতিকে উচুঁ করে তুলে ধরা হয়েছে। রেবেলেয়াসের দানবগুলো ছিল আসলে অতিকায় মানুষ-যাদের অন্তরে ছিল অপরিসীম ভালবাসা। এই সব দানবীয় আকৃতির মানুষের মাধ্যমে যেটা তুলে ধরা হয় তা হচ্ছে সহজাত মানবীয় প্রকৃতির সবগুলো দিকই শুভ – যদি তা অন্যের ক্ষতি না করে। তিনি অস্তিত্বহীন এমন একটা (abbey of Theleme) আদর্শ সমাজের কথা কল্পনা করেছেন যেখানে কোনো রকম নির্যাতন নেই, বরং সেখানে এমন একটা পরিবেশ বর্তমান যেখানে থাকবে স্বাভাবিক জীবনের জয়গান। এখানে মানুষের যা ইচ্ছা হবে তাই কোনো দ্বিধা ছাড়াই সে করবে না।

১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে যখন রেবেলেয়াস মারা যান তখন মাইকেল মনটাইগনির (Michel Montaigane) বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে তার মুত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন ফ্রান্সের প্রধান মানবতাবাদী। তিনি শিক্ষায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অগ্রদূত, আধুনিক গদ্যরীতির সৃজনকারী এবং একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যিনি মনে করতেন মানবজীবনের সমস্যা অস্পষ্ট ধর্মগ্রন্থের একটি মন্ত্রের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মানবতাবাদ ছিল ভারসাম্যের পক্ষে ও চরমপন্থার বিপক্ষে, নৈতিকতাবাদী, সংস্কারপন্থী, জ্ঞানচর্চা এবং সমালোচনামূলক চিন্তার সপক্ষে।

## হল্যান্ড

রেনেসাঁসের প্রভাব এবং চিন্তার ক্ষেত্রে হল্যান্ডের অবস্থানও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাসকে (Desiderius Erasmus) (১৪৬৭-১৫৩৬ খ্রি.) বলা হয় খ্রিস্টান মানবতাবাদীদের যুবরাজ। হল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর লেখনীর প্রভাব হল্যান্ডে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর ব্যাপক ভ্রমণের ফলে উত্তর ইউরোপের অনেক দেশে তাঁর চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিলো। একজন যাজকের অবৈধ সন্তান ইরাসমাসকে খুব ছোটবেলায় একটি মঠে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ইরাসমাস দেখলেন ধর্ম বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কমই ব্যবস্থা রয়েছে, বরং সেখানে যা ইচ্ছা তা পড়ার বিশাল স্বাধীনতা রয়েছে। প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানের যত বই তিনি পেলেন সব পড়ে ফেললেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মঠ ত্যাগ করার অনুমতি পেলেন এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি ধর্মতত্ত্বের ওপর স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি প্যারিসের দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। যাজকের বৃত্তিতে তিনি কখনো প্রবেশ করলেন না বরং জীবিকা নির্বাহের জন্য শিক্ষকতা এবং লেখনিকে বেছে নিলেন। সব সময় নতুন শুভানুধ্যায়ী এবং পৃষ্ঠপোষকতা পাবার আশায় তিনি প্রায়ই তার

বাসস্থান পরিবর্তন করেন। প্রায়ই তিনি ইংল্যান্ডে যেতেন এবং বেশ কিছু দিন ইতালিতে বসবাস করেন। নেদারল্যান্ডের কয়েকটি শহরে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করে সুইজ্যারল্যান্ডের বেসেলে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। যেখানেই তিনি থাকতেন সেখান থেকেই তিনি বড় বড় চিঠির মাধ্যমে তৎকালীন জ্ঞানীগুণী ও রাজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই ভাবে ইরাসমাস উত্তর ইউরোপের খ্রিস্টান হিউম্যানিস্টদের নেতা হয়ে বসেন।

ইরাসমাস তাঁর লেখনিকে, তার ভাষায় "খ্রিস্টের দর্শনের" প্রচার কার্যে নিয়োগ করেন। তাঁর মতে খ্রিস্টের উপদেশবাণীর যথাযথ অনুসরণ না করার ফলে সমাজ দুর্নীতি এবং অনৈতিকতায় ভরে গেছে। তাই তিনি সমসাময়িক লোকদের জন্য তিন ধরনের বই প্রকাশ করেন। প্রথমত, ছিল মজার উপহাসমূলক গ্রন্থ যেন জনগণ তাদের ভুল রাস্তা সম্পর্কে সচেতন হয়। দ্বিতীয়ত, নৈতিক গবেষণামূলক গ্রন্থ যেন মানুষ সঠিক খ্রিস্টান আচরণের দিক্‌নির্দেশনা লাভ করতে পারে, তৃতীয়ত, পান্ডিত্যপূর্ণ খ্রিস্টানমূল গ্রন্থ। প্রথম শ্রেণীভূক্ত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত প্রেইজ অব ফলি (Praise of Folly) যা ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি পান্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ এবং যুক্তি ছাড়া ধর্মমত এবং সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের সমালোচনা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে হ্যান্ডবুক অব দ্যা খ্রিস্টান নাইট (Hand book of the Christian Knight) এবং কমপ্লেইন অব পিস (Complaint of Peace)। প্রথমটিতে জনসাধারণকে অন্তরের ভক্তি অর্জনের দিকে আহ্বান করা হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থে মানুষকে খ্রিস্টান শান্তিবাদ অন্বেষণের দিকে আকুল ভাবে ডাকা হয়।

ইরাসমাসের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক গ্রন্থাবলীর পান্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ। প্রাচীন ল্যাটিন ধর্মগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি অগাস্টাইন, জে রোমে এবং এ্যামব্রোসের গ্রন্থগুলোর বিশ্বাসযোগ্য সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষার ওপর তার অসাধারণ পান্ডিত্য প্রয়োগ করে তিনি নিউ টেস্টামেন্টের একটি বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ ছাপান। লরেঞ্জো ভালার (Lorengo Valla) নোটস অন দ্য নিউ টেস্টামেন্ট পাঠ করে তিনি বুঝতে পারেন যে মধ্যযুগে নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ এবং প্রতিলিপি গ্রহণ করার সময় অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি হয়েছে। এগুলোকে দূর করতে হবে, কারণ খ্রিস্টের বাণী সত্যিকার ভাবে না জানলে কেউ ভালো খ্রিস্টান হতে পারবে না। দশ বছর সাধনা করে তিনি প্রাপ্য বাইবেলের প্রাচীন পান্ডুলিপিগুলো পড়েন যেন একটি প্রামাণিক বাইবেল গ্রন্থ তৈরি করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ১৫১৬ সালে ইরাসমাস গ্রিক নিউ টেস্টামেন্ট প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং ল্যাটিন ভাষায় তাঁর করা অনুবাদ সংযোজন করেন। ইরাসমাসের "গ্রিক নিউ টেস্টামেন্ট" সকল কালের বাইবেল সংক্রান্ত জ্ঞানের জগতে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত।

## জার্মানি

জার্মান খ্রিস্টান হিউম্যানিস্টদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উলরিক ভন হাটেন (Ulrich Von Hutten), ইরাসমাস এবং ম্যুর ইরাসমাস এবং ম্যুর ছিলেন শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু ভন হাটেন ছিলেন যুদ্ধংদেহী। জার্মান সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রতি নিবেদিত প্রাণ এই লেখক রোমান

ঐতিহাসিক টেসিটাসের বই অনুবাদ করে দেখান যে স্বাধীন ও গৌরবদীপ্ত জার্মান বিভিন্ন গোত্র কিভাবে রোমান সৈন্যবাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলো, অন্যান্য লেখায় তিনি তার ক্ষুরধার বক্তব্য দিয়ে বিদেশীদের বিরুদ্ধে জার্মানদের প্রতিরোধের বর্ণনা দেন। ভন হাটেনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য লেখনি ছিল লেটারস অব অবসকিউর মেন (Letters of Obscure Men)। এটা তিনি আরেক জার্মান মানবতাবাদী ক্রোটাস রুবিয়ানাসের (Crotus Rubianus) সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছিলেন। ১৫১৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি সাহিত্যের ইতিহাসে তীক্ষ্ম এবং আক্রমণ্ত্মক ও ব্যঙ্গরচনাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি বলে বিবেচিত হয়। জোহান রিউচলিন (Johaun Reuchlin) নামক এক পন্ডিতের পক্ষে প্রচারণার উদ্দেশ্যে এ বইটি লেখা হয়েছিলো। রিউচলিন হিব্রু বইপত্র এবং ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদ পর্যালোচনা করতে চেয়েছিলেন। যখন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মান ধর্মীয় বিচারালয়ের প্রধান ঐ দেশের সমস্ত হিব্রু গ্রন্থ পুড়ে  ফেলার চেষ্টা করেন রিউচলিন এবং তার অনুসারীরা এর বিরোধিতায় নামেন। যখন দেখা গেল যুক্তিতর্ক দিয়ে কোনো সমাধান হচ্ছে না তখন রিউচিলিনের সমর্থকরা উপহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পথ বেছে নিলেন। ভনহাটন এবং রুবিয়ানাস ইচ্ছাকৃতভাবে বাজে ল্যাটিন ভাষায় চিঠি লিখলেন। তাঁরা চিঠিগুলোতে এমন একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে এগুলো কোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিউচলিনের বিরোধী পন্ডিতেরা লিখেছে। লেখাগুলিতে হাস্যকর ও কিম্ভুতকিমাকার পান্ডিত্য তুলে ধরা হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় এক চিঠিতে এক লেখক  গর্ব করে এমন উদ্ভট তথ্য উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয় জুলিয়াস সিজার ল্যাটিন ভাষায় ইতিহাস তৈরি করেন নি, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ল্যাটিন শেখার তাঁর সময়ই ছিল না। তৎকালীন গির্জা এই চিঠিগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও চিঠিগুলো ব্যাপক প্রচারণা লাভ করে। এসবের মাধ্যমে মানুষের মনে এই ধারণা জোরালো হয় যে জটিল পান্ডিত্যপূর্ণ ধর্মীয় তত্ত্ব এবং ক্যাথলিক আচার অনুষ্ঠানের চেয়ে যিশুর আসল আদর্শের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ইতালির বাইরে রেনেসাঁস তথা খ্রিস্টান মানবতাবাদ যে জোয়ারের মত বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলো তা কিন্তু বেশি দিন প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে নি। প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের উত্থানের ফলে খ্রিস্টান মানবতাবাদী আন্দোলনে ভাটা পড়ে। এটাই স্বাভাবিক, কেননা ইউরোপের সংস্কারকরা বাইবেলের আক্ষরিক সত্যের ওপর জোর দেওয়া যাজকদের অনৈতিক কাজ এবং দুর্নীতি, আড়ম্ভরপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নিন্দা করে আসলে মার্টিন লুথারের প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। খুব কম খ্রিস্টান মানবতাবাদী লুথারের মতো অগ্রসর হয়ে ক্যাথলিক ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করতে রাজি ছিলেন। আর অল্প যে কজন প্রোটেস্টান্ট হয়ে যান তাঁরাও পূর্বের খ্রিস্টান মানতাবতাবাদীদের মত গঠনমূলক সমালোচনার পরিবর্তে তীব্র আক্রমণ্ত্মক ভূমিকা অবলম্বন করেন। অধিকাংশ খ্রিস্টান মানবতাবাদী ক্যাথলিক গন্ডির মধ্যে থেকে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পরিবর্তে ভেতরের ভাবগত ভক্তির ওপর জোর দেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিকরা ক্রমেই সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলে। ততদিনে তাঁরা প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে ঘোরতর যুদ্ধে। তারা ক্যাথলিক মতাদর্শের সামান্য সমালোচনাকে ভিতরে ভিতরে শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা মনে করতে থাকে। মানবতাবাদী খ্রিস্টান ইরাসমাস কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মৃত্যুকে

বরণ করে নেন। কিন্তু তার বেশ কিছু দুর্ভাগা অনুসারীকে স্পেনীয় ধর্মীয় বিচারালয়ের হাতে সাজা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিলো।

**সারসংক্ষেপ**

ইতালিতে শিল্প সাহিত্য ও চিত্রকলায় যে নবজাগরণ শুরু হয়েছে তা ইউরোপের - বিশেষ করে উত্তর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ, ফরাসি কিম্বা জার্মান রেনেসাঁস কিন্তু ইতালীয় রেনেসাঁসের হুবহু প্রতিলিপি নয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের কিছু দিক স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাদা ভাবে বিকশিত হয়। ইতালির রেনেসাঁস ধর্মকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশে ইরাসমাস, থমাস ম্যুর, রেবেলেয়াস প্রমুখ মানবতাবাদী ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁদের লেখনি চূড়ান্ত পর্যায়ে মার্টিন লুথারের প্রোটেস্টান্ট আন্দোলনকেই সহযোগিতা করেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইতালির বাইরে ইউরোপে রেনেসাঁস বিকশিত হয়
(ক) ষোড়শ শতাব্দীতে
(খ) পঞ্চদশ শতাব্দীতে
(গ) চর্তুদশ শতাব্দীতে
(ঘ) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

২। মধ্যযুগের শেষ দিকে ইউরোপে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল
(ক) ধর্মনিরপেক্ষ
(খ) ধর্মকেন্দ্রিক
(গ) কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ কিছুটা ধর্মভিত্তিক
(ঘ) নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভিত্তিক

৩। থমাস ম্যুর ইংল্যান্ডের রাজার সহানুভূতি হারালেন - কেননা
(ক) তিনি "ইউটোপিয়া" নামক বই লিখেন
(খ) তিনি বাইবেলের সমালোচনা করেন
(গ) তিনি রাজার সমালোচনা করেন
(ঘ) তিনি রাজাকে ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান হিসেবে স্বীকার করেন নি।

৪। রেবেলেয়াস এর গ্রন্থের নাম
(ক) ইউটোপিয়া
(খ) গারগানটুয়া ও প্যানটাগ্রায়েল
(গ) এ্যাবে অব থালমি
(ঘ) প্রেইজ অব ফলি

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (ক), ২। (খ), ৩। (খ), ৪। (খ)

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। ইতালির বাইরে ইউরোপীয় দেশ সমূহের সঙ্গে ইতালীয় রেনেসাঁসের পার্থক্যের ওপর আলোচনা করুন।

২। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে এ- ইরাসমাসের অবদান মূল্যায়ন করুন।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। কী উপায়ে ইতালীয় রেনেসাঁস ইউরোপের অন্যান্য দেশকে প্রভাবিত করেছিলো?

২। উত্তর-ইউরোপে খ্রিস্টান মানবতাবাদী আন্দোলন কী ভাবে মার্টিন লুথারের আন্দোলনকে সহায়তা করেছে?